শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশ্লীলতা ও নগ্নতাসহ সব অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও ডিস্কো জকি (ডিজে) এনে র‍্যাগ ডে উদযাপন করেছে নাটোর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে। কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের সহযোগিতায় এ র‍্যাগ ডে উদযাপন করেন তারা।

র‍্যাগ ডে উদযাপনে অনুভূতি ব্যক্ত করার নামে যৌন উত্তেজক অশালীন প্রকাশ অযোগ্য নানা শব্দ লেখা হয়েছে টি-শার্টে। সপ্তাহজুড়ে সমালোচনার জের ধরে গত বৃহস্পতিবার কলেজের ৫ জন শিক্ষককে শোকজ করা হয়েছে। অপরদিকে জড়িত ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা ছাত্রলীগ।

advertisement

প্রত্যক্ষদর্শীও কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার ‘স্বপ্নচারী-২০২২’ শিরোনামে বিদায় অনুষ্ঠানের নামে এই আয়োজন করা হয়। এই কলেজ থেকে এবার সহস্রাধিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। এদের মধ্যে শতাধিক শিক্ষার্থী র‍্যাগ ডের পরিকল্পনা করে। কলেজ শাখা ছাত্রলীগকে অবহিত করে তারা অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে ও মাথা পিছু চাঁদা সংগ্রহ করে। কলেজের কয়েকজন তরুণ শিক্ষক এতে সহযোগিতা করলেও মেধাবী শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়নি। একজন নারী ডিস্কো জকিকে (ডিজে) বগুড়া থেকে ভাড়া করে আনা হয়। গত শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কলেজ চত্বরের মুক্তমঞ্চে এই পার্টি চলে। আয়োজক প্রায় ১০০ শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের শতাধিক বহিরাগত বন্ধু অংশ নেয়।

এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিনারুল মহসিন মিনু বলেন, আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগ ডের নামে যে অপসংস্কৃতি ও বেহায়াপনার ছবি ও ভিডিও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে তার তীব্র নিন্দাসহ প্রতিবাদ জানাই। আয়োজকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।

কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বুলবুল আহমেদ বলেন, পরীক্ষার্থীর নামে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়ের কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক হয়েছি। কলেজের অধ্যক্ষ এই অপসংস্কৃতির অনুমতি দিয়েছেন।

রনি আহমেদ স্থানীয় বাসিন্দা জানান, বিদায় অনুষ্ঠানের নামে ছাত্রছাত্রী পরস্পর নিজেদের পরিহিত টি-শার্টে প্রকাশ অযোগ্য অশ্লীল লেখালেখি, ভাড়া করে আনা ডিজের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে উদ্দ্যম নাচ কখনোই সভ্যতার অংশ হতে পারে না। এ নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনা করায় কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য ও হুমকির শিকার হয়েছি। কেউ কেউ নিজের প্রাইভেসি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করারও হুমকি দিয়েছে। ইতোমধ্যে অবশ্য কাউসার হোসেন নামে একজন শিক্ষার্থী নিজেদের আচরণের জন্য ফেসবুকে ক্ষমা চেয়েছেন।

নাটোর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ফরহাদ বিন আজিজ বলেন, কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি শাহাদাত রাজীব র‍্যাগ ডে উদযাপনের অনুমতি দিতে অধ্যক্ষকে চাপ প্রয়োগ করেন। ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করায় অধ্যক্ষ অনুমতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা দিতে বাধ্য হন। ছাত্রলীগের নাম ভাঙ্গিয়ে সমালোচনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শোকের মাস শেষে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেষ্টা করেও কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি শাহাদাত রাজীবের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দিঘাপতিয়া এমকে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক বলেন, বিদায় অনুষ্ঠানের র‍্যাগ ডে ও ডিজে পার্টির এই আয়োজন কলেজটির অর্ধশত বছরের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। বিনয়ী বিদায়ের পরিবর্তে এমন উগ্র আয়োজন আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না।

ফাইরুজ আনিকা নামে এক পরীক্ষার্থী দাবি করেছেন সমস্ত আয়োজন কলেজ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। তিনি বলেন, সবাই মিলে আনন্দ করা দোষের কিছু না। আরেক ছাত্রী রাজশাহীর একটি কলেজের র‍্যাগ ডের ভিডিও শেয়ার করে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যদি পাশের শহরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এত আগাতে পারে তবে আমরা পিছিয়ে থাকব কেন?

কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম বলেন, কিছু শিক্ষার্থী বিদায় অনুষ্ঠান করার আবেদন নিয়ে আসায় তিনি অনুমতি দেন। তবে তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই শিক্ষকরা চরম উদাসীনতার পরিচয় দেওয়ায় তাদের শোকজ করা হয়েছে। নারী ডিজে ভাড়া করে এ ধরনের অনুষ্ঠান চলছে জানলে তিনি বন্ধ করে দিতেন।

সমালোচনাকারীদের সঙ্গে এসব পরীক্ষার্থীরা যে ধরনের হুমকি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন সেগুলো তাকে হতবাক করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।